দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 6 AUG 2007 ...
পৃষ্ঠা - ১ কলাম - ৪ .....

পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার অনুসন্ধানে তথ্য

বিক্ষোভ সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়ার নেপথ্যে ছিলেন শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠনের নেতারা

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

পুলিশ ও একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা অনুসন্ধানে নেমে তথ্য পেয়েছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঘটে যাওয়া প্রথম রাতের বিক্ষোভ পরবর্তীকালে পরিকল্পিতভাবে সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। আর এর নেপথ্যের কুশিলব হচ্ছেন শিক্ষক সমিতির কয়েকজন এবং বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতারা। বুধবার কারফিউ জারি ও হল খালি করার ঘোষণা প্রচারের পর একটি এ্যাম্বুলেন্সকে ক্যাম্পাসে তৎপর দেখা যায়। দু'জন ছাত্রনেতা এ্যাম্বুলেন্সে উঠে হ্যান্ডমাইকে শিক্ষক সমিতির নামে ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগ না করার নির্দেশ দেয়।

গোয়েন্দা সূত্র জানায়, ২০ আগষ্ট সোমবার বিকালের ঘটনার পরই বাম ছাত্র সংগঠন রাতের টানা ন'ঘন্টার ছাত্র বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিয়েছিল। রাত তিনটা পর্যন্ত ক্যাম্পাস উত্তাল দেখে মঙ্গলবার দুই ছাত্র সংগঠনের নেতারা পর্দার অন্তরালে থেকে বিক্ষোভকে সহিংসতায় রূপ দেন। শিক্ষক সমিতির কয়েকজন নেতার বক্তব্যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। শিক্ষক সমিতির ঐ ক'জন নেতা ও ছাত্র সংগঠনগুলো মোবাইল টেলিফোনের মাধ্যমে (২য় পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

বিক্ষোভ সারাদেশে

(প্রথম পৃঃ পর)

সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের কর্মীদের উস্কে দেন। গোয়েন্দারা সাধারণ ছাত্রদের সাথে কথা বলে অনেকগুলো নাম সংগ্রহ করেছে। এদের মধ্যে জরুরি আইন ভঙ্গ করে বিক্ষোভ এবং সহিংসতায় মূল ভূমিকা পালনকারী বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ১২ নেতার নাম রয়েছে। গত বুধবার বিকালে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউয়ের ঘোষণার পরই ছাত্র নেতারা আত্মগোপন করেছেন।

গত সোমবার বিকালে জিমনেসিয়াম মাঠে মাস্টার্সের (লোক প্রশাসন) ছাত্র মেহেদী সেনা সদস্যের হাতে প্রহৃত হওয়ার পর দ্রুত ক্যাম্পাস পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। সন্ধ্যার পর বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতারা প্রতিটি হল থেকে কর্মীদের বের করে ক্যাম্পাস উত্তাল করে। তারা একটি দাবিতে রাত তিনটা পর্যন্ত বিক্ষোভসহ ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ চালায়। দাবিটি ছিল ক্যাম্পাস থেকে সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার ও দায়ী সেনা সদস্যের বিচার। বিক্ষোভরত ছাত্রদের দাবি মেনে নেয়ার পর ক্যাম্পাসের আন্দোলন চলে যায় প্রধান দুইটি রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের নেতাদের হাতে। সূত্র জানায়, ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র ফেডারেশনসহ ক্যাম্পাসে সক্রিয় ছাত্র সংগঠনগুলোর বিভিন্ন হল শাখার নেতারা সোমবার রাতেই বড় ধরনের আন্দোলনের জন্য কর্মীদের প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন।

আগের রাতের পরিকল্পনা অনুযায়ী মঙ্গলবার সকাল থেকেই ক্যাম্পাস উত্তাল হয়ে উঠে। ক্যাম্পাসের প্রতিটি পয়েন্টে ছাত্র সংগঠনের নেতারা অবস্থান নিয়ে জরুরি আইন ভঙ্গ ও সহিংসতা সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য মোবাইল টেলিফোনে রাজধানীর বাইরে যোগাযোগ করে। গোয়েন্দা অনুসন্ধানে যে ১২ নেতার নাম বেরিয়েছে তারা হলেন ছাত্রদলের সভাপতি আজিজুল বারী হেলাল (বৃহস্পতিবার গোয়েন্দা পুলিশ আটক করে), সাধারণ সম্পাদক শফিউল বারী বাবু, সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল কাদের ভূঁইয়া জুয়েল, ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক টুটুল, সহ-সভাপতি অপর্ণা পাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি সোহেল রানা টিপু, সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ সাকিব বাদশা, ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক ওবায়েদুল হক নাসির, যুগ্ম সম্পাদক আকরামুল হাসান মিন্টু, সহ-সভাপতি রুহুল হক মনি ও ছাত্র ইউনিয়নের মানবেন্দ্র দেব। এরাই একত্রে মধুর ক্যান্টিনে মঙ্গলবার বিকালে নির্যাতন বিরোধী ছাত্র-ছাত্রী নামে সাংবাদিক সম্মেলন করেছিল।

গোয়েন্দা সূত্রে বলা হয়, সারাদেশে বিক্ষোভ ও সহিংসতা ছড়ানোর পর গত বুধবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত শিক্ষকদের সমাবেশে কয়েকজন শিক্ষক উস্কানিমূলক বক্তব্য দেয়ার পরই নীলক্ষেত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এছাড়া রাজধানীর অন্যান্য জায়গায় দাবানলের মত সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। সূত্র আরো জানায়, গোয়েন্দা অনুসন্ধানে নীলক্ষেত এলাকায় ভয়াবহ সংঘর্ষের নেপথ্যে কাজ করেছেন ঐসব ছাত্র নেতাদের নাম পাওয়া গেছে। বুধবারই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কয়েকজন নেতা আন্দোলনকে অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন ছাত্রনেতাদের। অনুসন্ধানে এসব তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরই ফুলার রোডের বাসভবনে বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে অভিযান চালিয়ে যৌথ বাহিনী দুইজন শিক্ষককে আটক করে।